ভোরের কাগজ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা .... কলাম ....

সংসদ নির্বাচন ও এইচএসসি পরীক্ষা

হরতাল, পদত্যাগ ও নির্বাচন এখন রাজনৈতিক অঙ্গনে এক আলোচিত বিষয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলগুলোকে জাতীয় সংসদে এসে অথবা যেকোনো স্থানে, যেকোনো সময় নির্বাচন চাইতে আহ্বান করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানের সম্পূর্ণ সুযোগটুকুকেই কাজে লাগিয়েছেন বিরোধী দল নেত্রী। তাইতো তিনি আগামী মে মাসের মধ্যে নির্বাচন চেয়েছেন। কিন্তু এতো অল্প সময়ে একটি জাতীয় নির্বাচন সম্ভব কিনা, তা তিনি একবারও কি ভেবেছেন? আসলে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বৃহৎ কোনো বিষয় নিয়ে ভেবেচিন্তে বক্তব্য দেন না। তা না হলে একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আজকের মাননীয় বিরোধী দলনেত্রী হয়ে এ ধরনের বক্তব্য দিতে পারতেন না।

যাহোক আমার মতো একজন ক্ষুদ্র মানুষের কথার কি দাম আছে। মাননীয় বিরোধী দলনেত্রী মে মাসের মধ্যে নির্বাচন চেয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জুন মাসে নির্বাচন দিতে চেয়েছেন। এখন কথা হলো যে, ঠিক ঐ সময়েই সারা দেশে অনুষ্ঠিত হবে এইচএসসি, আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষা। দেশের বৃহৎ একটি জনগোষ্ঠী ব্যস্ত পড়ালেখা ও পরীক্ষা নিয়ে। এ সময়ে নির্বাচন হলে দেশের প্রায় ২০ লাখ জনগণ আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। এ কথাটি কি নেতৃবৃন্দ ভেবেছেন?

এই ২০ লাখ ছাত্রছাত্রীর একটা বড়ো অংশ সক্রিয় কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত। এবং তাদের (২০ লাখ ছাত্রছাত্রীর) মধ্যে প্রায় ১৫ লাখ ছাত্রছাত্রীই ভোটার। তাই আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন যদি এইচএসসি, আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষার ১ মাস পরে অনুষ্ঠিত হয় তাহলে সকলেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। আর সেটা বোধহয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ৯০ দিনের মধ্যে সম্ভব হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় বিরোধী দলনেত্রীসহ অন্যান্য শরিক দল, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও আগামী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা, সর্বোপরি মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন যাতে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন এইচএসসি, আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষার পরে অনুষ্ঠিত হয় এতে পরীক্ষার্থীগণ রাষ্ট্রীয় মতামত ব্যক্ত করতে সক্ষম হবে এবং বিশেষভাবে সকলেই উপকৃত হবেন।

ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে
মোহাম্মদ নাসির উদ্দি
৪/৯৩ ইস্টার্ন প্লাজা